আর এক আগষ্ট

মমতা চৌধুরী

১৯৭৫ থেকে ২০০৫ - দীর্ঘ সময় - যে কোন হিসেবের পরিমাপে। তিন দশকের মাঝে যে কোন কিছুর পরিপক্কতা প্রত্যাশা করা অবার্চিন কিছু নয়। তবুও আজ আমরা প্রত্যাশা করতে ভয় পাই যারা রাষ্ট্রের হাল ধরে আছেন তাদের কাছে শান্তিপূর্ণ ন্যায় বিচার সমৃদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্হা।

বাংলার মানুষ বার বার হতাশার ঘূর্নিচক্রে আর্বতিত হয়েছে - আবার আশায় বুক বেঁধেছে পরিচ্ছন্ন সময়ের প্রত্যাশায়। আমিও তাদের একজন স্বাধীনতার এই প্রায় তিন যুগ ধরে। আমাদের বড় প্রিয়, বড় আদরের, অনেক অহংকারের দেশের বিচার বিধির ব্যবস্হাপনার স্হবিরতা আমাদের বার বার নিয়ে যায় হতাশার চুড়ান্তে। আজ পর্যন্ত বংঙ্গবন্ধুহত্যা থেকে শুরু করে কোন রাজনৈতিক হত্যারই সুষ্ঠ বিচার হয়নি। এমন কি আওমিলীগ ক্ষমতায় এসেও তাদের সময়ানুবর্তী পরিপক্কতার অভাবে সুরাহা করতে পারেনি চরম অপরাধের ন্যায্য বিচার। তার পর আরও কত শতবার রক্তের বন্যায় প্লাবিত হয়েছে বাংলার শ্যামল মাটি - বার বার ই কেঁদে উঠেছে দেশ মাতৃকা - প্রত্যাশা করেছে জনগণ - তবুও পায়নি সুষ্ঠ বিচারের নিশ্চয়তা। কান্না থেমে গেছে - সমাজ আর নৈতিক জীবনার্দশে নেমে এসেছে উষর মরুভুমির বন্ধত্ব। অন্যায় আর আবিচার সয়ে যাওয়াই হয়ে গেছে জনজীবনের অঙ্গ।

মনে পড়ে খুব স্পষ্ট করে সেই ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৫। সকাল থেকেই থেকে থেকে কোরণ পাঠ হচ্ছিল রেডিওতে। তারপরই সেই অকরুন ঘোষনা। পরিবারের আর সবার সাথে বঙ্গবন্ধু হত্যার বার্তা। মূহুর্তেই বদলে গেল বাসার শিশু কিশোর থেকে বয়োঃজেষ্ঠ্যদের মুখের রেখা। সবার মুখের কথায়, চোখের ভাষায় অবিশ্বাস আর বেদনার ঘন ছায়া। আস্তে আস্তে শহরটা থমথমে হয়ে আসল। স্হানে স্হানে বেরিক্যাড উঠল। সবার মনেই ঘিরে এল একরাশ অনিশ্চয়তা।

এ কি করে সম্ভব হলো? এ কোন জাতি আমরা! এত কষ্টের , এত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার আর তার স্বপ্নদ্রষ্টার একি অবমাননা! একি শুধু আমাদেরই কঠিন কুটিল মনের অন্ধত্ব, না এখানে জড়িয়ে ছিল আরও কোন অশুভ শক্তির স্বার্থোন্বেষি জাল!বিজাতীয় শাসন থেকে ন'মাসের রক্তক্ষয়ি যুদ্ধ শেষে 'শত্রুমুক্ত' নবীন দেশের কোমল মানচিত্র নিজেরাই রক্তাক্ত করলাম অস্ত্রাঘাতে - স্বহস্তে। যে উষ-- লোহিত ধারায় ভেসে যাচ্ছিল ধানমন্ডির একখন্ড মাটি - সেই রক্তের কাছে - এই দেশের মানুষ, এই দেশের ইতিহাস ঋণী ছিল - ঋণী রইল এক অসহ্য অপরাধবোধের বোঝায় আজীবন।

ঐ মহতীপ্রাণ শেষ মূহুর্তেও যেন বিশ্বাস করতে পারেননি কত নিষ্ঠুর হতে পারে এদেশেরই আলো বাতাসে বেড়ে উঠা তাঁর 'প্রিয় দেশবাসী'দের ক'জন।

এবার হত্যা হলেন চার নেতা - একই বছর, ডিসেম্বরে। আমরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম অন্যায়, অপরাধের কুটিল নখর বিস্তার। এরপরও আরও কত হত্যা চলল। আশ্চর্য নিপুনতায় কোন এক অশুভ শক্তির আঙ্গুলি হেলনে উৎসর্গিত হলেন অনেকেই, যারা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলেন এই মানচিত্র রচনার নক্সায়।

সব কিছুই চলল রুটিন মাফিক। নূতন দল, নূতন রাষ্ট্রপতি, নূতন বিধিব্যবস্হা। আস্তে আস্তে মুছে যেতে থাকল সেই 'স্পিরিট'। স্মৃতিভ্রষ্ট জাতি আমরা - অহংকারও নেই, আভিযোগও নেই। বোবা হয়ে দেখলাম সব। ভুলে থাকলাম সব। সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে কোনভাবে ভবের তরনী আকড়ে ভেসে চললাম।

আমরা অকাতরে কৃতঘ্নদের ক্ষমা করলেও, ইতিহাস ক্ষমা করেনা অন্যায়কে। আবার হত্যাকান্ড - আবারও রক্তের স্রোত। গুমরে কাঁদে বাংলার মাটি আর তার সহজ সরল প্রাণ। তার আগে, তার পরে আরও কতজন গেল। অথচ নির্বিচারে চলল - চলছে হোলি রক্তমেখে। আর ও কত ফাগুনে ভাদরে গাঢ় হল পলাশ শিমুলের রং রক্তের ধারায়। অথচ কোন সুষ্ঠ বিচার হলনা একবারের তরেও। হত্যা - সে যাকেই করা হোক না কেন বিনা বিচারে - তা অন্যায় - কোনভাবেই তা সমর্থন যোগ্য নয়।

ভয় পেল বাংলার শত কোটি প্রাণ এই প্রাণ নিয়ে খেলায়। আদর্শের অবলুন্ঠন দেখে দেখে। হানাহানি দেখতে দেখতে চেতনা হল চলৎশক্তি রোহিত। অবক্ষয়ের ঘুনে স্হায়ী বসতবাড়ী বাঁধল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অন্যায় আর অপরাধকে সয়ে যাওয়া, মেনে নেওয়াই হয়ে গেল এদেশের নিয়ম । হত্যা, রক্ত, হানাহানি - এত নিত্য দিনের খবর! দেশবাসীর সমস্ত চেতনা বাঁধা পড়ল বোবা এক আর্তির অন্তরালে।

২০০৪। আবার আগষ্ট। আবার হত্যা। পরিকল্পিত ভারে - শীতল মস্তিষ্কে। আরো অনেকের সাথে অতর্কিতে নিভে গেল এক সুন্দরতর প্রাণ - যাকে আমি দেখেছি খুব কাছে থেকে। ক'মাসের ব্যবধানে ছবি হয়ে গেলেন চিরতরে। এক পরিশালিত ব্যক্তিত্ব - বাহিরে অন্তরে। মাঝে মাঝে চমকে উঠি আমি রাতের দ্বিপ্রহরে আমার পড়ার টেবিলের আবছায়া আলোয়। মনে হয় এইত পাশের ঘর থেকে এসে দাঁড়াবেন - সহাস্য বদনে । অনেক বাৎসলে কুশলাদি জিজ্ঞেসা বা আগামীদিনের সময় সূচির তালিকা বিশ্লেষনে।

নাহ্! আমি আর আমার চোখের পাতায় সেই প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা হাস্য উজ্জ্বল অবয়ব রেখা ফুটিয়ে তুলতে পারিনা কারো। আমার আঁখিতে ভেসে উঠে সারিবাধা বেদনা বিধুর মুখ চ্ছবি। ক্ষণে ক্ষণে যেন বলতে চান তাঁরা - আর কত কাল, কতবার হত্যা হব আমরা?

আর কত রক্ত ঝড়বে এই মাটিকে ধুয়ে মুছে পবিত্র করতে - 'মির্জাফরে'র অবিশ্বস্তার কলংক ঘুচাতে!

বলতে চান তাঁরা, ' কোথায় তোমাদের সেই জ্যোতি - যার আলোকে শত আঁধারের কন্দর থেকে ছিনিয়ে এনেছিলে স্বাধীনতার অপরূপ সূর্য্য! তোমরা কি আর একবার জেগে উঠবে না? দেখবেনা শত্রুর আস্তিনে লুকিয়ে আছে শকুনের কালো থাবা। পেলব হাসির নীচে , আস্বস্তত্বার আবরনে হায়নার হিংস্রহাসি! বাংলার মাটিতে মহীরুহের রূপ নিচ্ছে হানাহানি। আঘাতে, অপমানে, লাঞ্চনায়, বাংলা আজ মৃতপ্রায়। এবার যুদ্ধ নিজেদের মাঝে লুকিয়ে থাকা অশুভ শক্তির বাংলাকে রক্তাক্ত করার নীল নক্সার বিরূদ্ধে। এঁকে মুক্তি দাও, মুক্ত কর সে সব কালো থাবা থেকে, সাংগঠনিক আর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের নিঃস্পৃহতার লজ্জা থেকে।'

যেমনি করে বর্ষিয়ান জননেতা ভাসানী বলেছিলেন, 'এক যুদ্ধ শেষ হয়েছে - আর এক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও আবার তোমরা- - -'।

সিড্নী, ১৫ই আগষ্ট, ২০০৫।